২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রকল্পের শিরোনাম: "ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশ"।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩১৯৭.৯১ লক্ষ টাকা। [প্র: সা: ২৯২৩.৫৩ লক্ষ টাকা এবং জিওবি: ২৭৪.৩৮ লক্ষ টাকা]

বাস্তবায়নকাল: প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারী ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২১।

টেকসই উন্নয়নের জন্য দুর্যোগ সহনশীলতার (রেজিলিয়েন্স) গুরুত্ব অনুধাবন করে ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি) শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। চারটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার রেসপন্সিভ এবং ঝুঁকি অবহিতিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কৌশল ও টুলস উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশের উদ্দেশ্য:

- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন মনিটরিং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অ্যাডভোকেসী করা;
- প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পুনঃপুনঃ ঘটে এমন এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি (উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ);
- দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনরুদ্ধারের দক্ষতা বৃদ্ধি।

২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে প্রকল্পের অগ্রগতি:

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার রেসপন্সিভ এবং ঝুঁকি অবহিতিমূলক জাতীয় নীতিমালা ও স্ট্রাটেজি প্রণয়ণে কারিগরি সহযোগিতা: National Plan for Disaster Management (NPDM) ২০২১-২৫ এর বাংলা ও ইংরেজী ভার্সন প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান, পাশাপাশি মুদ্রণ ও

প্রচারনায় সহযোগিতা করা হয়। এই NPDM ২০২১-২৫ প্রণয়ন সংক্রান্ত জাতীয় কর্মশালা করা হয়। পরবর্তীতে কর্মশালার মাধ্যমে আন্ত:মন্ত্রণালয় পর্যায়ে NPDM ২০২১-২৫ চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত কর্মশালাসমূহে ১৮টি মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্নয়ন সহযোগী হতে প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণের মতামতের মাধ্যমে ৫০টি অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়।

<table>
<tr>
<td>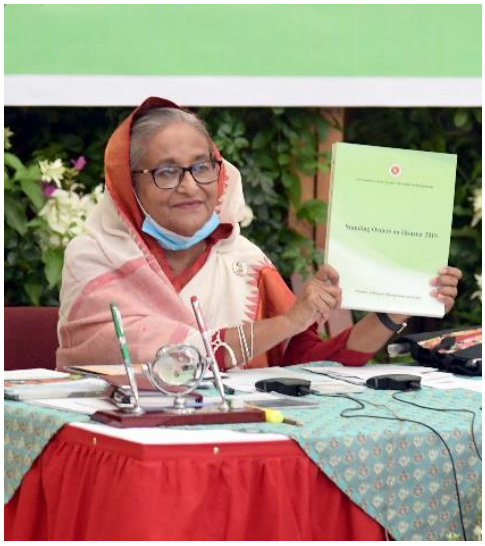</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>এসওডি ইংরেজী ভার্সনের মোড়ক উন্মোচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী</td>
<td>এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ প্রণয়ন কর্মশালা। উপস্থিত আছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিব ও মহাপরিচালক।</td>
</tr>
</table>

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ এর ইংরেজী ভার্সন চূড়ান্তকরণ, মুদ্রণ. বিতরণ ও প্রচারণা করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে দুর্যোগ বিষয়ক স্হায়ী আদেশাবলি (এসওডি) ২০১৯-এর ওপর 'বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টাস ফোরাম'- এর ১০০ সাংবাদিককে এবং মানিকগঞ্জ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ১২০জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সেখানে এনআরপি প্রকল্প কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে। SOD ২০১৯ অনুসারে এনআরপি প্রকল্পের জাতীয় প্রোগ্রম কো-অর্ডিনেটরের উদ্যোগে FbF/Action টাস্কফোর্স গঠনে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এসওডি অবহিতকরণ কর্মশালায় উপস্থিত আছেন সচিব মহোদয়	সাংবাদিকদের মাঝে এসওডি অবহিতকরণ কর্মশালায় উপস্থিত আছেন প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়।

অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামোগত ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা নিরূপণপূর্বক ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য একজন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ভূমিকম্প বিষয়ক পরামর্শক কর্তৃক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়। COVID-19 সাড়াদানের নির্দেশিকা প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন মনিটরিং সিস্টেম গঠন:

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন মনিটরিং বিষয়ক কারিগরি দিক নির্দেশনা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়। সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক মনিটরে লক্ষ্য অনুযায়ী তথ্য আপলোডের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশকরণে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত ১৯৭০ হতে ২০২০ সালের বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য

সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করে উক্ত তথ্য ভেলিডেশনের মাধ্যমে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক মনিটরে আপলোড করা হয়।

ভূমিকম্পের কার্যকর প্রস্তুতির মডেল তৈরির জন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশন, টাঙ্গাইল, রাঙামাটি ও সুনামগঞ্জ পৌরসভায় পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এর আওতায় ১৫৪০ জন নগর স্বেচ্ছাসেবককে ভূমিকম্প সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভূমিকম্প ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরুপণপূর্বক ১০টি ওয়ার্ডের কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। বুয়েট (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)-জিডপাসের এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সমন্বিত উদ্যোগে ওয়ার্ড পর্যায়ে ভূমিকম্প প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের মডেল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ভূমিকম্প প্রস্তুতিতে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা ও করণীয় বিষয়ে ৩০ জন প্রশিক্ষককে অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ঢাকা, রংপুর, টাঙ্গাইল, রাঙামাটি ও সুনামগঞ্জ জেলার নির্বাচিত প্রশিক্ষকগণ এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রস্তুতিমূলক মডেলের আওতায় রংপুর সিটি কর্পোরেশন, টাঙ্গাইল, রাঙামাটি ও সুনামগঞ্জ পৌরসভায় প্রায় ৮২ জন ইঞ্জিনিয়ার, ডেভেলপার ও নগর পরিকল্পনাবিদদের ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কভিড-১৯ সহ অন্যান্য দুর্যোগে সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অংশগ্রেহণে জন্য নগর স্বেচ্ছাসেবকদের ৩৫০টি সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) প্রদান করা হয়েছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করা হয়। উক্ত কমিটি সভায় রংপুরে স্থাপিত সিসমিক ওয়ার্নিং সেন্টার চালুকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়। এছাড়াও সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা পর্যায়ে ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্মসূচির নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে ওয়ার্ড পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মিটিং এবং পৌরসভা, ফায়ার সার্ভিসের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ৩টি পৌরসভায় বিল্ডিং কন্সট্রাকশন কমিটি কার্যকর করা হয়। এই

সকল কমিটির মাধ্যমে ভবনের ডিজাইন পর্যালোচনার মাধ্যমে চূড়ান্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ভবন নির্মাণ বিধিমালা বাস্তবায়নে উক্ত বিল্ডিং কন্সট্রাকশন কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>কোভিড সচেতনতা প্রচারে সুনামগঞ্জের মেয়র ও নগর স্বেচ্ছাসেবক।</td><td>রাঙ্গামাটিতে ভূমিধসের সতর্কতা করনীয় প্রচারনায় নগর স্বেচ্ছাসেবক।</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>নগর স্বেচ্ছাসেবকদের সার্চ এন্ড রেসকিউ প্রশিক্ষণ</td><td>সুনামগঞ্জ নগর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ পরিদর্শনে প্রকল্প পরিচালক।</td></tr>
</table>

প্রশিক্ষিত নগর স্বেচ্ছাসেবকরা কোভিড-১৯ এর ২য় ঢেউ মোকাবিলায় গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে ও বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণের কাজ করছে। এছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনকে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করে। এছাড়া নগর স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণে রংপুর, টাঙ্গাইল, রাঙ্গামাটি ও সুনামগঞ্জে করোনা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, জীবাণূ নির্বীজকরণ ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে। রাঙামাটি পৌরসভার জেলা প্রশাসনকে পাহাড় ধস

রোধ বিষয়ক কার্যক্রমে সহযোগিতা করে। FSCD এর সহযোগি হিসেবেও তারা অগ্নি-নির্বাপনেও তারা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে।

	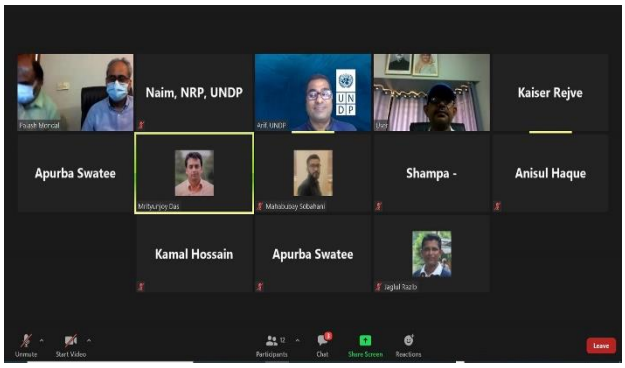
প্রকল্প পরিচালকের উপস্থিতিতে পৌরসভা ওয়ার্ড পর্যায়ের কনটিনজেন্সি প্লান পর্যালোচনা মিটিং	প্রকল্প পরিচালকের উপস্থিতিতে বন্যা পূর্ববর্তী সতর্কবর্তা প্রস্তুকরণ সংক্রান্ত পর্যালোচনা মিটিং

ফ্লাড প্রিপায়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (FPP**):** পানির নিমজ্জন মাত্রা নির্ণয় করে বন্যার বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাস স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীতে পৌঁছে দেবার জন্য কুড়িগ্রাম ও জামালপুরে **বন্যা প্রস্তুতি মডেল** উন্নয়ন ও মডেল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক এনজিও কেয়ার বাংলাদেশ ও ইন্সটিটিউট অব ফ্লাড অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (আইডব্লিওএফএম), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি ও ভূমিকম্প আপদকালীন পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কর্মশালায় উপস্থিত আছেন সচিব মহোদয়	বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি ও ভূমিকম্প আপদকালীন পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কর্মশালায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও উন্নয়ন সহযোগিদের প্রতিনিধি

FPP এর আওতায় জেন্ডার রেসপন্সিভ ও প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক আগাম সতর্ক বার্তা প্রচার ও বন্যা প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৪৪০ স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে । ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের পানির নিমজ্জন মাত্রার ভিত্তিতে বন্যার আগাম সতকবার্তা মডেল প্রণয়ন করা হয়েছে। বন্যার আগাম সতর্কীকরণ মডেল মাঠ পর্যায়ে পাইটলিংয়ের কাজ চলছে।

বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি (FPP)'র আওতায় কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় ২০ ইউনিয়নে কমিউনিটি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট (CRA) এর মাধ্যমে ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে বন্যা ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের অংশ হিসেবে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ভেলিডেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি (FPP)'র স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ

বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি (FPP)'র স্বেচ্ছাসেবকদের আগাম বন্যা প্রস্তুতি কার্যক্রম

ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের পানির নিমজ্জন মাত্রার ভিত্তিতে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা মডেল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত TOT বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তীতে সম্ভাব্য বন্যা বিবেচনায় ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের পানির নিমজ্জন মাত্রার ভিত্তিতে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা মডেল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী ও এনজিও পর্যায়ে ৪৫ জনকে TOT প্রদান করা হয়েছে। ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের আওতায় পানির নিমজ্জন মাত্রার ভিত্তিতে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা মডেল বাস্তবায়নের লক্ষে ইতোমধ্যে তৈরীকৃত ১৩২০ জন স্বেচ্ছাসেবকে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহকে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভূক্তিমূলক করার নিমিত্ত একটি পাইলটিং হাতে নেওয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত মডেল তৈরির জন্য অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি (ইজিপিপি)-এর ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কর্তৃক গৃহীত স্কীমকে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভূক্তিকরণের লক্ষ্যে খসড়া নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের শিক্ষণের ওপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে এ মডেল বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হবে। মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে Eco-Social Development Organization (ESDO) নামক একটি জাতীয় সংস্থা সহযোগিতা করছে।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগসহনশীল অবকাঠামো (বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্রে সংযোগ সড়ক ইত্যাদি) তৈরি , মেরামত কার্যক্রম এ ঝুঁকি বিবেচনায় স্কীম নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে এনআরপি সহযোগিতা করছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাইলটিং কার্যক্রম জামালপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় 'দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি'র আওতায় সর্বমোট ১৫ টি স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে ঈদগাহ মাঠ, বসত বাড়ির ভিটা উচুকরণ, আশ্রয়কেন্দ্র/স্কুল সংযোগ রাস্তা তৈরী ও উচুঁ মাটির কাজ, অবকাঠামোগুলোর স্থায়ীত্ব বাড়াতে ঘাস ও গাছ রোপন, বন্যার স্তর বিবেচনায় রাস্তা উচু করা, রাস্তার স্থায়ীত্বশীলতার জন্য দুই ধারে ভেটিবার ঘাস ও বৃক্ষ রোপন, বক্স কালভার্ট, প্রটেকশন ওয়াল, ফ্লাড শেল্টারের সংযোগ সড়ক নিমার্ণ। উল্লেখিত কার্যক্রম সিআরএ/আরআরএপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় এবং তা দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বন্যা পরবর্তী সময়ে প্রাণিসম্পদের দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ২টি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বন্যাকালিন সময়ে গবাদি পশুর আশ্রয়ের জন্য ভিটি উচুঁকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ইজিপিপি'র উপকারভোগিদের জন্য ভাসমান সব্জি চাষ পদ্ধতির মডেল বাস্তবায়ন করা হয়।

জামালপুরে ইজিপিপি'র আওতায় বন্যা থেকে রাস্তা রক্ষায় নির্মিত গাইড ওয়াল	কুড়িগ্রাম ঈদগাহ/অস্থায়ী বন্যা আশ্রয় স্থান উচুঁকরণ পরিদর্শনে প্রকল্প পরিচালক।

জামালপুর ও কুড়িগ্রামের ইসলামপুর ও চিলমারীতে ইজিপিপি'র ২০০ জন অতি দরিদ্র নারী, পুরুষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগ-সহনীয় জীবিকায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়-বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। জলবায়ু বিপদাপন্নতায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে।

দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি'র আওতায় স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা বিষয়ে ৩৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় ৩৮০ জন স্বেচ্ছাসেবককে অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও জামালপুর ও কুড়িগ্রামে বহুখাত সংশ্লিষ্ট দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে ২০০জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভেটিভার ঘাস প্রযুক্তি সংক্রান্ত কর্মশালা করা হয়; গ্রাম ভিত্তিক আপদকালিন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করা হয়।

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DiDRR) মডেল উন্নয়নে একটি পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাইলটিং-এর শিক্ষণ ব্যবহার করে একটি

নীতি সুপারিশ পেশ করা হবে যাতে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতার বিষয়াবলি বিবেচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে Center for Disability in Development (CDD) নামক জাতীয় এনজিও সহযোগিতা করছে। প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DiDRR) কর্মসূচি কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন তৈরি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DiDRR) বিষয়ে ৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করাসহ দুর্যোগে প্রথম সাড়াদানকারীদের জন্য সন্ধান ও উদ্ধার বিষয়ে ৫৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির আওতায় ১০ প্রতিবন্ধি ব্যক্তিকে নেতৃত্ব ও অ্যাডভোকেসি বিষয়ে ১০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

বন্যায় সুরক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক আগাম সতর্ক বার্তা তৈরি ও প্রচার কার্যক্রমর উপকরণের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। কভিড ১৯ এর সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক উপকরণ- লিফলেট, অডিও-ভিডিও প্রণয়ন ও প্রচার করা হয়েছে।

এই পাইলটিং কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বন্যাকালীন চলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্য কুড়িগ্রামে ১৪ টি গণস্থাপনা প্রতিবন্ধীবান্ধব করা হয়েছে; যার মধ্যে আছে নৌ-ঘাটে কাঠের র‍্যাম্প তৈরি, প্রবেশগম্য টিউবওয়েল স্থাপন, কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিষদে র‍্যাম্প স্থাপন।

প্রতিবন্ধীতার ধরণ অনুযায়ী ১০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়। এটি পরবর্তীতে স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনে সক্ষমতা বৃদ্ধির ট্রেনিং পরিদর্শনে সচিব মহোদয়।	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনে সক্ষমতা বৃদ্ধির ট্রেনিং পরিদর্শনে সচিব মহোদয়।

কুড়িগ্রামের চিলমারী ও সদর উপজেলায় জনগোষ্ঠী পর্যায়ে নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে উঠোন, প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সংগঠন ও স্ব-সহায়ক দল পর্যায়ে বৈঠক আয়োজন করা হয়। ৩৬টি ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যকর করা হয়েছে।

‘দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি’ এবং প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির আওতায় কুড়িগ্রামে বন্যা সহনশীল ও প্রতিবন্ধি প্রবেশগম্য গৃহ মডেল তৈরীর কাজ চলমান আছে। উল্লেখ্য যে, অংশগ্রহণমূলক উপায়ে স্কীম নির্বাচন করা হয়েছে এবং উপকারভোগির যৌথ অংশীদারিত্ব রয়েছে।